আদি-লীলা।

নবম পরিচ্ছেদ।

তং শ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্যদেবং বন্দে জগদ্ গুরুম্।
যস্যানুকম্পয়া শ্বাপি মহাব্ধিং সন্তরেৎ সুখম্॥ ১

জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় জয় নিত্যানন্দ॥ ১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

পরমাশক্তস্যাপ্যাত্মনো ভগবদনুগ্রহেণ শক্ততাং সম্ভাবয়ন্নিব প্রারিপ্সিতসিদ্ধয়ে পূর্ব্ববদ্ গুরুরূপমিষ্টদৈবতং প্রণমতি তমিতি। শ্রীমান্ কৃষ্ণশ্চাসৌ চৈতন্যদেবশ্চ পরমাত্মেতি তম্। পক্ষে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেতি বিখ্যাতদেবমীশ্বরম্। সাক্ষাত্তস্যোপদেষ্টৃত্বাসম্ভবেঽপি চিত্তাধিষ্ঠাতৃত্বাদিনা সর্ব্বেষামপি জীবানাং পরমগুরুতয়াত্মনোঽপি স এব গুরুরিত্যভিপ্রেত্য লিখতি জগদ্গুরুমিতি। পক্ষে সর্ব্বত্রৈব ভগবন্নাম-সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান-ভক্তিপ্রচারণাজ্জগতাং গুরুত্বেন বিশেষতো দীনজনবিষয়ক-সমগ্রোপদেশানুগ্রহণে গুরুমিতি। শ্রীসনাতন-গোস্বামী। ১।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এই পরিচ্ছেদ হইতে আরম্ভ করিয়া চারি পরিচ্ছেদে ভক্তিকল্পতরুর বর্ণনা করা হইয়াছে। কল্পতরুর যেমন অফুরন্ত ভাণ্ডার, যতই বিতরণ করা যায়, ভাণ্ডার যেমন পূর্ণ-ই থাকে; শ্রীমন্ মহাপ্রভুরও তেমনি অফুরন্ত প্রেমের ভাণ্ডার—পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া যাকে তাকে তিনি অকাতরে প্রেম বিতরণ করিয়াছেন; তথাপি তাঁহার প্রেম-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ-ই রহিয়াছে; তাই এই পরিচ্ছেদে শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে কল্পতরু বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রেমের ভাণ্ডার তিনি, এজন্য প্রেমাবতার শ্রীমন্ মহাপ্রভু কল্পতরু; আবার প্রেম বিতরণও করেন তিনি, এজন্য তিনি মালী (অর্থাৎ যে বাগানে কল্পতরু আছে, সেই বাগানের মালিক এবং তত্ত্বাবধায়ক)। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পরমগুরু শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী এই কল্পতরুর অঙ্কুর; মহাপ্রভুর গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী এই অঙ্কুরের পরিপুষ্টাবস্থা; স্বয়ং মহাপ্রভু এই কল্পবৃক্ষের মূল স্কন্ধ (মূল গুঁড়ি); এই মূল স্কন্ধ হইতে দুইটী বড় ডাল বাহির হইয়াছে বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে—একটী শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, অপরটী শ্রীঅদ্বৈত প্রভু। তারপর ইঁহাদের পারিষদ, শিষ্য, অনুশিষ্যাদি বৃক্ষের শাখা-উপশাখাদিরূপে সমস্ত জগৎকে ব্যাপ্ত করিয়াছে। পরমানন্দপুরী-আদি নয়জন এই কল্পতরুর নয়টী শিকড়। এই চারি পরিচ্ছেদ একটী রূপক মাত্র। তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীমন্ মহাপ্রভু স্বয়ং তাঁহার পার্ষদগণ এবং তাঁহাদেরও পার্ষদ, শিষ্য, অনুশিষ্যাদি সকলেই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শক্তিতে ও আদেশে যাকে তাকে প্রেমবিতরণ করিয়াছেন।

শ্লো। ১। অন্বয়। জগদ্গুরুং (জগদ্গুরু) তং (সেই) শ্রীমৎ কৃষ্ণচৈতন্যদেবং (শ্রীমৎ কৃষ্ণচৈতন্যদেবকে) বন্দে (আমি বন্দনা করি)—যস্য (যাঁহার—যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের) অনুকম্পয়া (অনুগ্রহে) শ্বাপি (কুকুরও) মহাব্ধিং (মহাসমুদ্র) সন্তরেৎ (সাঁতার দিয়া পার হয়)।

অনুবাদ। যাঁহার কৃপায় কুকুরও সাঁতার দিয়া মহাসাগর পার হইতে পারে, সেই জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি। ১।

এই শ্লোকটী শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাসের দ্বিতীয়-বিলাসের প্রথম শ্লোক।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রেমবিতরণের মহিমা-বর্ণন-বিষয়ে নিজেকে অসমর্থ মনে করিয়া গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপা প্রার্থনা করিতেছেন, এই শ্লোকে। মহাপ্রভুর কৃপায় সামান্য কুকুরও মহাসমুদ্র পার হইতে পারে; তাঁহার কৃপা হইলে গ্রন্থকার যে তাঁহার প্রেমদান-মহিমা বর্ণন করিতে সমর্থ হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

জয়জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণ।
সর্ব্বাভীষ্ট-পূর্ত্তিহেতু যাঁহার স্মরণ ॥ ২
শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ ॥
শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস রঘুনাথ ॥ ৩
এ-সব প্রসাদে লিখি চৈতন্যলীলাগুণ।
জানি বা না জানি—করি আপন-শোধন ॥ ৪

মালাকারঃ স্বয়ং কৃষ্ণপ্রেমামরতরুঃ স্বয়ম্।
দাতা ভোক্তা তৎফলানাং যস্তং চৈতন্যমাশ্রয়ে ॥ ২

প্রভু কহে—আমি 'বিশ্বম্ভর'-নাম ধরি।
নাম সার্থক হয়, যদি প্রেমে বিশ্ব ভরি ॥ ৫
এত চিন্তি লৈল প্রভু মালাকার ধর্ম্ম।
নবদ্বীপে আরম্ভিল ফলোদ্যান-কর্ম্ম ॥ ৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

যঃ শ্রীচৈতন্যঃ স্বয়ং মালাকারঃ উদ্যানপালকঃ প্রেমকল্পবৃক্ষ-রোপকোবা, স্বয়ং প্রেমামরতরুঃ কৃষ্ণপ্রেমকল্পবৃক্ষশ্চ, যঃ তস্য বৃক্ষস্য ফলানাং দাতা ভোক্তা চ, তং চৈতন্যমহং আশ্রয়ে শরণং ব্রজামীতি। ২।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২। **সর্ব্বাভীষ্ট-পূর্ত্তিহেতু** ইত্যাদি—যাঁহাদের স্মরণ করিলে সমস্ত বাসনা পূর্ণ হয়।

৪। **এ-সব-প্রসাদে**—শ্রীরূপাদি-গোস্বামিগণের অনুগ্রহে। **চৈতন্য-লীলাগুণ**—শ্রীচৈতন্যের লীলা ও গুণ (মহিমা)। **জানি বা না জানি** ইত্যাদি—শ্রীচৈতন্যের লীলাগুণ লিখিতে জানি বা না জানি, তথাপি লিখি; কারণ, না জানিয়া লিখিলেও **করি আপন-শোধন**—তাহাতে নিজের চিত্তের মলিনতা দূর হয়। শ্রীচৈতন্যের লীলাগুণাদির এমনই অদ্ভুত মহিমা যে, যে কোনওরূপে তাহার সংস্পর্শে আসিলেই নিজের চিত্তশুদ্ধি হয়; ইহা লীলাগুণাদির বস্তুগত ধর্ম্ম—অগ্নির দাহিকা-শক্তির ন্যায়। অগ্নির দাহিকা-শক্তি আছে—ইহা না জানিয়াও যদি আগুনে হাত দেওয়া যায়, তথাপি হাত পুড়িয়া যাইবে; তদ্রূপ, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলাগুণাদির মহিমা জানা না থাকিলেও এবং লীলাগুণাদি বর্ণন করার ক্ষমতা না থাকিলেও বর্ণনের চেষ্টা মাত্রেই লীলাগুণাদির অলৌকিকী শক্তি বর্ণনকারীর চিত্তের মলিনতা দূরীভূত করিয়া দেয়।

শ্লো। ২। অন্বয়। যঃ (যিনি—যে শ্রীচৈতন্য) স্বয়ং (নিজে) মালাকারঃ (মালাকার—উদ্যানপালক) স্বয়ং (নিজে) প্রেমামরতরুঃ (প্রেমকল্পবৃক্ষ), তৎফলানাং (সেই কল্পবৃক্ষের ফলসমূহের) দাতা (দাতা) ভোক্তা চ (এবং ভোক্তাও), তং (সেই) চৈতন্যং (শ্রীচৈতন্যদেবকে) আশ্রয়ে (আমি আশ্রয় করি)।

অনুবাদ। যিনি স্বয়ং মালাকার (উদ্যানপালক বা বৃক্ষ-রোপণকারী) এবং যিনি স্বয়ং কৃষ্ণপ্রেমকল্পবৃক্ষ; (আবার যিনি) সেই বৃক্ষের ফলসমূহ দানও করেন, ভোজনও করেন, আমি সেই শ্রীচৈতন্যদেবের চরণ আশ্রয় করি। ২।

নিম্নলিখিত পয়ার-সমূহেই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য ব্যক্ত হইয়াছে।

৫। **প্রভু**—শ্রীমন্ মহাপ্রভু। **বিশ্বম্ভর**—বিশ্বকে ভরণ করেন যিনি, তিনি বিশ্বম্ভর।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু মনে মনে চিন্তা করিলেন—"আমার নাম বিশ্বম্ভর; আমি যদি কৃষ্ণপ্রেমের দ্বারা সমগ্র বিশ্বকে ভরণ করিতে পারি—সমগ্র বিশ্ববাসীর হৃদয়কে প্রেমে পরিপূর্ণ করিতে পারি, তাহা হইলেই আমার বিশ্বম্ভর-নাম সার্থক হইবে।" তাৎপর্য্য এই যে, বিশ্ববাসী সকলকেই প্রেমদান করার উদ্দেশ্যেই প্রভু প্রেমকল্পবৃক্ষের ধর্ম্ম প্রকাশ করিলেন।

৬। **মালাকার**—মালী; যিনি বাগানে বৃক্ষাদি রোপণ করেন, মূলে জলসেচনাদি করিয়া বৃক্ষাদির তত্ত্বাবধান করেন, ফলপুষ্পাদির রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তাহাকে মালাকার বা মালী বলে। **ফলোদ্যান**—ফলের বাগান; প্রেমফলের বাগান।

বিশ্ববাসী সকলকে প্রেমফল দান করার উদ্দেশ্যে প্রভু নিজে মালাকারের কার্য্য গ্রহণ করিয়া নবদ্বীপেই প্রেম ফলের বাগান প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন।

শ্রীচৈতন্য মালাকার পৃথিবীতে আনি।
ভক্তি-কল্পতরু রুপিলা সিঞ্চি ইচ্ছা-পানি ॥ ৭
জয় শ্রীমাধবপুরী কৃষ্ণপ্রেমপূর।
ভক্তি-কল্পতরুর তেঁহো প্রথম অঙ্কুর ॥ ৮
শ্রীঈশ্বরপুরীরূপে অঙ্কুর পুষ্ট হৈল।
আপনে চৈতন্যমালী স্কন্ধ উপজিল ॥ ৯
নিজাচিন্ত্যশক্ত্যে মালী হৈয়া স্কন্ধ হয়।
সকল শাখার সেই স্কন্ধ মূলাশ্রয় ॥ ১০
পরমানন্দপুরী আর কেশব ভারতী।
ব্রহ্মানন্দপুরী আর ব্রহ্মানন্দভারতী ॥ ১১
বিষ্ণুপুরী, কেশবপুরী, পুরী কৃষ্ণানন্দ।
শ্রীনৃসিংহতীর্থ, আর পুরী সুখানন্দ ॥ ১২
এই নব মূল নিকসিল বৃক্ষমূলে।
এই নবমূলে.বৃক্ষ করিল নিশ্চলে ॥ ১৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৭। **ভক্তি-কল্পতরু**—ভক্তিরূপ কল্পবৃক্ষ। ভক্তির পরিপক্কাবস্থাতেই প্রেমের উদয় হয়, তাই প্রেমকে ভক্তিরূপ বৃক্ষের ফলরূপে মনে করা যায়। ভক্তিরূপ বৃক্ষেই প্রেমফল ধরে বলিয়া প্রভু ভক্তিরূপ বৃক্ষ রোপণ করিলেন। প্রভু নবদ্বীপ-রূপ বাগানেই এই ভক্তিবৃক্ষ রোপণ করিলেন; ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, নবদ্বীপের বাগানে যে ভক্তিবৃক্ষ রোপিত হয়, তাহাতেই কৃষ্ণ-প্রেমফল জন্মে; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-চরণে প্রেম লাভ করিতে হইলে নবদ্বীপের ভজনকে (অর্থাৎ সপরিকর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ভজনকে) মূল ভিত্তি করিয়া ভজন আরম্ভ করিতে হইবে। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ভজন বাদ দিলে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অভীষ্ট ব্রজপ্রেম পাওয়া যাইবে না। **সিঞ্চি**—সেচন করিয়া। **ইচ্ছাপানি**—ইচ্ছারূপ জল। গোড়ায় জল সেচন করিলে বাগানের গাছ বাড়িতে থাকে; প্রভুর বাগানের ভক্তিকল্পবৃক্ষ প্রভুর ইচ্ছাতেই বাড়িয়াছিল। অর্থাৎ প্রভুর ইচ্ছাতেই এই বৃক্ষের শাখাপ্রশাখাদিরূপ ভক্তবৃন্দের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

৮। এক্ষণে ভক্তিকল্পবৃক্ষের বিকাশের ক্রম বলিতেছেন। শ্রীপাদমাধবেন্দ্রপুরী হইলেন ইহার অঙ্কুর। তিনি ছিলেন **কৃষ্ণপ্রেমপূর**—কৃষ্ণপ্রেমের সমুদ্রতুল্য। সমুদ্র হইতে জলীয় বাষ্প উত্থিত হইয়া মেঘ হয়, সেই মেঘ বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে পতিত হইয়া সমস্ত জলাশয়াদি পরিপূর্ণ করে; তাহা হইতে লোকগণ জল পাইয়া থাকে। এইরূপে সমুদ্র হইতেই পরম্পরাক্রমে লোক সকল জল পাইয়া থাকে। তদ্রূপ শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী হইতেই পরম্পরাক্রমে জীব প্রেম লাভ করিয়াছে বলিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণপ্রেমের সমুদ্র বলা হইয়াছে। সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীমন্ মহাপ্রভু হইতেই বিশ্ববাসী জীব কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়াছে; লৌকিক-লীলায় শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাঁহার (লৌকিক-লীলার) দীক্ষাগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরী হইতে প্রেম লাভ করিয়াছেন (তদ্রূপ লীলার অভিনয় করিয়াছেন) এবং শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী আবার শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াই প্রেমলাভ করিয়াছেন। সুতরাং জীবের প্রেমপ্রাপ্তির ক্রমে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র-পুরীই হইলেন মূল; তাই তাঁহাকে ভক্তিবৃক্ষের অঙ্কুর বলা হইয়াছে।

৯। মাধবেন্দ্রপুরী হইতেই ঈশ্বরপুরীতে প্রেমের বিকাশ বলিয়া ঈশ্বরপুরীকে অঙ্কুরের পরিপুষ্টাবস্থা বলা হইল। আর লৌকিক-লীলায় মহাপ্রভু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী হইতেই প্রেমলাভ করিয়াছেন বলিয়া প্রভুকে ভক্তিবৃক্ষের স্কন্ধ (গুঁড়ি—অঙ্কুরের পরিণত অবস্থা) বলা হইল। **স্কন্ধ**—গাছের গুঁড়ি; গাছের গোড়ার মোটা অংশকে স্কন্ধ বা গুঁড়ি বলে।

১০। শ্রীচৈতন্য মালী হইয়া কিরূপে বৃক্ষের স্কন্ধ হইলেন? তাহাই বলিতেছেন—সাধারণতঃ মালী কখনও স্কন্ধ হইতে পারে না; কিন্তু স্বীয় অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে শ্রীমন্ মহাপ্রভু মালী হইয়াও স্কন্ধরূপে পরিণত হইয়াছেন। **সকল শাখার** ইত্যাদি—শ্রীনিত্যানন্দাদি সমস্ত শাখার মূল আশ্রয়ই সেই শ্রীচৈতন্যরূপী স্কন্ধ; বৃক্ষের স্কন্ধকে আশ্রয় করিয়াই যেমন শাখা-প্রশাখাদি পত্র-ফল-পুষ্প বহন করে, তদ্রূপ শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে আশ্রয় করিয়াই (তাঁহার শক্তিতেই) তদীয় পরিকরাদি জগতে প্রেম বিতরণ করিয়াছেন।

১১-১৩। পরমানন্দপুরী-আদি নয়জন ভক্তিকল্পবৃক্ষের নয়টী শিকড়ের তুল্য; বৃক্ষের মূল হইতে চারিদিকে

মধ্যমূল পরমানন্দপুরী মহাধীর।
অষ্টদিকে অষ্টমূল বৃক্ষ কৈল স্থির ॥ ১৪
স্কন্ধের উপরে বহু শাখা উপজিল।
উপরি উপরি শাখা অসংখ্য হইল ॥ ১৫
বিশ বিশ শাখা করি এক-এক মণ্ডল।
মহা মহা শাখা ছাইল ব্রহ্মাণ্ড-সকল ॥ ১৬
একৈক শাখাতে উপশাখা শত শত।
যত উপজিল শাখা, কে গণিবে কত ? ॥ ১৭
মুখ্য মুখ্য শাখাগণের নাম অগণন।
আগে ত করিব, শুন বৃক্ষের বর্ণন ॥ ১৮
বৃক্ষের উপরে শাখা হৈল দুই স্কন্ধ।
এক অদ্বৈত নাম, আর নিত্যানন্দ ॥ ১৯
সেই দুই স্কন্ধে বহু শাখা উপজিল।
তার উপশাখাগণে জগৎ ছাইল ॥ ২০
বড়শাখা উপশাখা তার উপশাখা।
যত উপজিল, তার কে করিবে লেখা ? ॥ ২১
শিষ্য প্রশিষ্য আর উপশিষ্যগণ।
জগৎ ব্যাপিল—তার নাহিক গণন ॥ ২২
উড়ুম্বরবৃক্ষে যৈছে ফলে সর্ব্ব-অঙ্গে।
এইমত ভক্তিবৃক্ষে সর্ব্বত্র ফল লাগে ॥ ২৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শিকড় বাহির হইয়া যেমন বৃক্ষকে স্থির রাখে, তদ্রূপ পরমানন্দপুরী-আদি নয়জনও শ্রীচৈতন্যরূপ বৃক্ষকে নিশ্চল রাখিয়াছিলেন—প্রেমদানরূপ কার্য্যে অবিচলিত রাখিয়াছিলেন, সহায়তাদি করিয়া।

নিকসিল বৃক্ষমূল—বৃক্ষের মূল হইতে বাহির হইল। **নবমূলে**—নয়টী শিকড়ে। **নিশ্চল**—স্থির; দৃঢ়বদ্ধ; অবিচলিত।

১৪। উক্ত নয়টী শিকড়ের মধ্যে পরমানন্দপুরীরূপ শিকড় হইতেছেন মধ্যমূল—প্রধান শিকড়, যাহা সোজাসোজি মাটীর ভিতরে নীচের দিকে যায়; আর কেশব-পুরী আদি আটজন হইতেছেন পার্শ্বমূল—আটদিকে প্রসারিত আটটী শিকড়ের তুল্য।

১৫। বৃক্ষের মূল-দেশের বর্ণনা দিয়া এক্ষণে শাখা-প্রশাখাদির বর্ণনা দিতেছেন। স্কন্ধের (বা গুঁড়ির) উপরে বহু শাখা, তাহাদের উপরে আবার বহু শাখা জন্মিল; অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যকে আশ্রয় করিয়া শ্রীনিত্যানন্দাদি বহু পার্ষদ এবং এসকল পার্ষদকে আশ্রয় করিয়া আবার তাঁহাদের বহু শিষ্যানুশিষ্যাদি প্রেমবিতরণ করিতে লাগিলেন।

১৬। "বিশ-বিশ" বাক্য বহুত্ব-বাচক। এই পয়ারের তাৎপর্য্য এই যে, এক এক পার্ষদের বা প্রধান ভক্তের আশ্রয়ে তাঁহার অনুগত বহু ভক্ত মিলিত হইয়া এক একটী মণ্ডল বা দল গঠিত হইল; এইরূপ বহুদল নানাদিকে বাহির হইয়া প্রেমবিতরণ করিতে লাগিল।

১৭। এক একজন প্রধান ভক্তের অনুগত আবার বহু বহু ভক্ত।

১৮। **আগেত করিব**—পরে বর্ণন করিব। মুখ্য মুখ্য শাখাগণের নাম পরবর্ত্তী কয় পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হইবে। এস্থলে স্কন্ধাদির উল্লেখ মাত্র করিতেছেন।

১৯। শ্রীচৈতন্যরূপ মূলস্কন্ধ হইতে শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতরূপ দুইটী বড় ডাল বাহির হইল। অর্থাৎ প্রেমবিতরণ-ব্যাপারে শ্রীচৈতন্যের পরেই মুখ্য কর্ত্তা হইলেন শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত উভয়ে ঈশ্বরতত্ত্ব বলিয়াই বোধ হয় তাঁহাদিগকে মূলস্কন্ধ হইতে উদ্গত স্কন্ধ (বড় ডাল)-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

২০-২২। শ্রীনিত্যানন্দের ও শ্রীঅদ্বৈতের বহু পার্ষদ, শিষ্য, অনুশিষ্য; তাঁহাদের শিষ্য, অনুশিষ্য, তাঁহাদের আবার শিষ্য অনুশিষ্য ইত্যাদি ক্রমে অসংখ্য ভক্ত প্রেমবিতরণ-কার্য্যে দেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িলেন।

২৩। **উড়ুম্বর বৃক্ষ**—যজ্ঞডুম্বর গাছ। ভক্তি-বৃক্ষের ফল—প্রেম। যজ্ঞডুম্বর গাছের—গুঁড়ি, শাখা, উপশাখা প্রভৃতি—সর্ব্বত্রই যেমন ফল ধরে, তদ্রূপ ভক্তিবৃক্ষেরও—গুঁড়ি, শাখা, উপশাখা প্রভৃতি—সর্ব্বত্রই প্রেমফল

মূলস্কন্ধের শাখা আর উপশাখাগণে
লাগিল যে প্রেমফল অমৃতকে জিনে ॥ ২৪
পাকিল যে প্রেমফল অমৃত মধুর।
বিলায় চৈতন্যমালী—নাহি লয় মূল ॥ ২৫
ত্রিজগতে যত আছে ধন রত্ন-মণি।
এক ফলের মূল্য করি তাহা নাহি গণি ॥ ২৬
মাগে বা না মাগে কেহো—পাত্র বা অপাত্র।
ইহার বিচার নাহি, জানে 'দিব' মাত্র ॥ ২৭
অঞ্জলি-অঞ্জলি ভরি ফেলে চতুর্দ্দিশে।
দরিদ্র কুড়ায়ে খায় মালাকার হাসে ॥ ২৮
মালাকার কহে—শুন বৃক্ষ-পরিবার।
মূল শাখা প্রশাখা যতেক প্রকার ॥ ২৯
অলৌকিক বৃক্ষ করে সর্ব্বেন্দ্রিয়কর্ম্ম।
স্থাবর হইয়া ধরে জঙ্গমের ধর্ম্ম ॥ ৩০
এ-বৃক্ষের অঙ্গ হয় সব সচেতন।
বাঢ়িয়া ব্যাপিল সভে সকল ভুবন ॥ ৩১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ধরিল; অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার পার্ষদগণ, পার্ষদগণের পার্ষদ ও শিষ্যানুশিষ্যাদি সকলেই শ্রীচৈতন্যের কৃপায় প্রেমবিতণের যোগ্যতা লাভ করিলেন।

২৫। **নাহি লয় মূল্য**—মূল্য লয় না; যথাবিধি সাধন-ভজনের অপেক্ষা রাখে না। পরম-দয়াল শ্রীচৈতন্য তাঁহার প্রকট-লীলায়—জীবের সাধন-ভজনের অপেক্ষা না রাখিয়া, অপরাধাদির বিচার না করিয়া—যাহাকে-তাহাকে কৃপা করিয়াছেন,—স্বীয় অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে ইচ্ছামাত্রে মহা অপরাধীরও অপরাধ খণ্ডন করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকেও প্রেম দান করিয়াছেন। ১।৮।২৭ পয়ারের টীকা এবং ১।৮।২৪ পয়ারের টীকায় "অনায়াসে ভবক্ষয়"-শব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য।

২৬। ত্রিজগতের সমস্ত ধনরত্নাদি একত্র করিলেও একটী প্রেমফলের মূল্য হইবে না; এমন যে দুর্ল্লভ কৃষ্ণ-প্রেম, শ্রীচৈতন্যদেব তাহা যাহাকে-তাহাকে দান করিয়াছেন।

২৭-২৮। যে প্রেম চাহিয়াছে, তাহাকেও দিয়াছেন; যে চাহে নাই, তাহাকেও দিয়াছেন; যে ব্যক্তি প্রেম পাওয়ার যোগ্য (শুদ্ধচিত্ত), তাহাকেও দিয়াছেন, যে অপাত্র—মলিনচিত্ত বলিয়া অযোগ্য, (স্বীয় অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে তাহার চিত্তের মলিনতা দূর করিয়া তৎক্ষণাৎ) তাহাকেও প্রেম দিয়াছেন। পরম-দয়াল শ্রীচৈতন্যদেব প্রেমদান-কার্য্যে কোনওরূপ বিচারই করেন নাই, অন্য কোনও অনুসন্ধানও তাঁহার ছিল না, তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল প্রেম-বিতরণের দিকে। "দীয়তাং ভুজ্যতাং" ছাড়া আর কিছু তিনি জানিতেন না। তাই অঞ্জলি ভরিয়া ভরিয়া তিনি চারি-দিকে প্রেম ছড়াইয়াছেন, সকলে তাহা কুড়াইয়া খাইয়াছে, আর তাহা দেখিয়া তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়াছেন।

দরিদ্র—সাধন-ভজনহীন; অথবা প্রেমহীন।

২৯। **মালাকার**—শ্রীচৈতন্য। **বৃক্ষ-পরিবার**—বৃক্ষের শাখা-প্রশাখাদিই তাহার পরিবার; শ্রীনিত্যানন্দাদি। এই পয়ারের সঙ্গে ৩১ পয়ারের অন্বয়।

৩০-৩১। **পূর্ব্ব**-পয়ারে বৃক্ষের শাখা-প্রশাখাদিকে সম্বোধন করিয়া কিছু (পরবর্ত্তী ৩২—৪১ পয়ারোক্ত কথাগুলি) বলা হইয়াছে; ইহাতে বুঝা যায়, শাখা-প্রশাখাদির যেন কথা শুনার এবং তদনুরূপ কাজ করার ক্ষমতা আছে; সাধারণ বৃক্ষের কিন্তু এরূপ কোনও ক্ষমতা নাই; কিন্তু ভক্তিকল্প-বৃক্ষের যে এরূপ অলৌকিকী ক্ষমতা আছে, তাহাই এই দুই পয়ারে বলা হইতেছে।

সর্ব্বেন্দ্রিয়-কর্ম্ম—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কাজ (করার ক্ষমতাই এই অলৌকিক ভক্তিবৃক্ষের আছে)। **স্থাবর**—যাহা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে না, তাহাকে স্থাবর বলে। **জঙ্গম**—যাহা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চলিয়া যাইতে পারে, যেমন মানুষ। বৃক্ষমাত্রই স্থাবর; কিন্তু অলৌকিক ভক্তি-বৃক্ষ স্থাবর হইলেও জঙ্গমের ন্যায় সর্ব্বত্রই চলিয়া বেড়াইতে পারে।

একলা মালাকার আমি কাহাঁ কাহাঁ যাব ?।
একলে বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব ? ॥ ৩২
একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম।
কেহো পায়, কেহো না পায় রহে মনে ভ্রম ॥ ৩৩
অতএব আমি আজ্ঞা দিল সভাকারে—।
যাহাঁ তাহাঁ প্রেমফল দেহ যারে তারে ॥ ৩৪
একলা মালাকার আমি কত ফল খাব ?
না দিয়া বা এই ফল আর কি করিব ? ॥ ৩৫
আত্ম-ইচ্ছামতে বৃক্ষ সিঞ্চি নিরন্তর।
তাহাতে অসংখ্য ফল বৃক্ষের উপর ॥ ৩৬
অতএব সভে ফল দেহ যারে তারে।
খাইয়া হউক লোক অজর-অমরে ॥ ৩৭
জগৎ ভরিয়া মোর হবে পুণ্য খ্যাতি।
সুখী হৈয়া লোক মোর গাইবেক কীর্ত্তি ॥ ৩৮
ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি কর পর-উপকার ॥ ৩৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৩২। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দাদিকে সম্বোধন করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা ব্যক্ত করিতেছেন, ৩২-৪১ পয়ারে।

৩৪। যাকে তাকে অকাতরে প্রেম দান করার জন্য প্রভু সকলকে আদেশ করিলেন; ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, কোনওরূপ বিচার না করিয়া ইচ্ছামাত্রেই সকলকে প্রেম লাভের যোগ্য করিয়া তৎক্ষণাৎই সকলকে প্রেমদানের শক্তি মহাপ্রভু তাঁহার অনুগত ভক্তমাত্রকেই দিয়াছেন।

৩৭। **অজরে**—যাহার জরা বা বৃদ্ধত্ব নাই। **অমরে**—যাহার মৃত্যু নাই। জীব স্বরূপতঃ অজর ও অমর; মায়ার কবলে আত্মনিক্ষেপ করিয়া মায়িক উপাধি অঙ্গীকার করিয়াছে বলিয়াই জীব জন্ম-মরণাদির বিষয়ীভূত হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর ও তদীয় পার্ষদাদির কৃপায় জীব যখন প্রেমলাভ করিবে, তখন আনুষঙ্গিক ভাবেই তাহার মায়াবন্ধন ছুটিয়া যাইবে, তখনই জীব স্বরূপে অবস্থিত হইয়া অজরত্ব ও অমরত্ব লাভ করিবে। এইরূপে, জীব যাহাতে স্বরূপে অবস্থিত হইতে পারে, তাহা করার নিমিত্তই প্রভু সকলকে আদেশ করিলেন ও তদনুরূপ শক্তি দিলেন।

৩৯। **ভারতভূমি**—ভারতবর্ষ। **পর-উপকার**—পরের উপকার বা হিত-সাধন। পরোপকারেই মানব-জন্মের সার্থকতা—ইহাই শ্রীমন্‌মহাপ্রভু এস্থলে বলিলেন। কিন্তু এই পরোপকারটী কি? মানুষের দুঃখদৈন্য দূর করা, দরিদ্রকে অন্নবস্ত্রাদি দান করাও পরোপকার (পরবর্ত্তী দুই শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য); কিন্তু সমস্ত দুঃখ-দৈন্যের মূল যে মায়াবন্ধন, সেই মায়াবন্ধন ঘুচাইতে পারিলেই জীবের দুঃখ-দৈন্য সমূলে উৎপাটিত হইতে পারে। আর মায়াবন্ধন ঘুচাইয়া—দুঃখ-দৈন্যের মূল উৎপাটিত করিয়া—যদি প্রেমদান করা যায়, তাহা হইলে জীব অপার শাশ্বত আনন্দের অধিকারী হইতে পারে; এই প্রেমদানেই হইল পরোপকারের চরম-পরিণতি—ইহাই এস্থলে প্রকরণ-বলে বুঝা যায়। "ভারতভূমিতে" বলার সার্থকতা এই যে, এই পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথমে এই ভারতবর্ষেই বেদ-পুরাণাদি আধ্যাত্মিক শাস্ত্র প্রকটিত হইয়াছে—যাহাতে, কিরূপে জীবের সংসারবন্ধন ঘুচিতে পারে, কিরূপে জীব রসস্বরূপ পরতত্ত্ব-বস্তুর সন্ধান পাইতে পারে এবং তাঁহার সহিত নিজের নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের স্মৃতি জাগ্রত করিতে পারে এবং কিরূপে ভগবৎ-সেবা লাভ করিয়া পরমানন্দের অধিকারী হইতে পারে—তাহা বিবৃত হইয়াছে। ভারতীয় ঋষিগণ জগতের কল্যাণের উদ্দেশ্যে এই সমস্ত বেদ-পুরাণাদি জগতে প্রচার করিয়াছেন। এতাদৃশ পরম-করুণ, জীবের পরম-হিতৈষী ঋষিদিগের চরণরজঃপূত এই ভারত-ভূমিতে যাঁহাদের জন্ম হইয়াছে, ঋষিদিগের আদর্শের অনুসরণে তাঁহাদেরই চরণ স্মরণ করিয়া জীবের কল্যাণের জন্য চেষ্টাতেই তাঁহাদের এই ভারতবর্ষে জন্ম সার্থক হইতে পারে। বিশেষ করিয়া "মনুষ্য-জন্ম" বলার সার্থকতা এই যে, মানুষেরই বিচার-বুদ্ধি আছে, অন্য জীবের নাই; সেই বিচার-বুদ্ধির পরিচালনা দ্বারা নিজের এবং অপর সাধারণের আত্যন্তিক মঙ্গলের চেষ্টাতেই সেই বিচার-বুদ্ধির এবং সেই বিচার-বুদ্ধিসমন্বিত মনুষ্যজন্মের

তথাহি (ভাঃ—১০।২২।৩৫)
এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয়আচরণং সদা ॥ ৩ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ফলিতমাহ এতাবদিতি। দেহিনাং বিচিত্রবহুল-দেহভৃতাং কর্ত্তৃভূতানাং প্রাণাদিভিঃ কৃত্বা দেহিষু জীবেষু শ্রেয় আচরণং যৎ। পাঠান্তরে প্রেয় এবাচরেৎ সদা ইতি। যদেতাবজ্জন্মসাফল্যং ইতি তত্র প্রাণৈরিতি প্রাণানাদরেণ কর্ম্মভিরিত্যর্থঃ। ধিয়া সদুপায়চিন্তনাদিনা বাচা উপদেশাদিরূপয়া এষাং সমুচ্চয়শক্ত্যভাবে পরপরোপাদানঞ্চ জ্ঞেয়ম্। শ্রীসনাতন-গোস্বামী। ৩।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সার্থকতা; অন্যথা মনুষ্য-জন্মের এবং পশ্বাদি-যোনিতে জন্মের পার্থক্য কিছু থাকে না। ভারতে যাঁহারা মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াছেন, অন্যদেশজাত মনুষ্য অপেক্ষা তাঁহাদের এবিষয়ে দায়িত্ব বেশী; যেহেতু, অন্য দেশ সর্ব্বপ্রথমে বেদ-পুরাণাদিকে এবং জীবের পরম-কল্যাণকামী ঋষিদিগের পবিত্র চরণরজঃকে বক্ষে ধারণ করার সৌভাগ্য লাভ করে নাই; সেই সৌভাগ্য কেবলমাত্র ভারতের এবং ভারতবর্ষজাত মনুষ্যদিগের। তাই, জীবের আত্যন্তিক হিতের চেষ্টাতে ভারতবর্ষে মনুষ্যজন্ম লাভের সার্থকতা। পরবর্ত্তী দুই শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৩। অন্বয়। প্রাণৈঃ (প্রাণ দ্বারা) অর্থৈঃ (অর্থ দ্বারা) ধিয়া (বুদ্ধি দ্বারা—সদুপায়-চিন্তনাদি দ্বারা) বাচা (বাক্য দ্বারা)—দেহিষু (জীববিষয়ে) সদা (সর্ব্বদা) শ্রেয়ঃ (মঙ্গল) আচরণম্ (আচরণ)—এতাবৎ (ইহাই) ইহ (পৃথিবীতে) দেহিনাং (জীব-সমূহের) জন্মসাফল্যং (জন্মের সফলতা)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবালকগণকে বলিলেন—"প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা জীবদিগের যে মঙ্গলাচরণ—তাহাই ইহ জগতে দেহীদিগের জন্মের সফলতা।" ৩

প্রাণৈঃ—প্রাণদ্বারা অর্থাৎ যে সমস্ত কাজে জীবন-নাশের আশঙ্কা আছে, সেই সমস্ত কাজের দ্বারাও। প্রয়োজন হইলে নিজের জীবনকে বিপন্ন করিয়াও পরোপকার করিবে। **অর্থৈঃ**—অর্থ দ্বারা; নিজের ধন-সম্পত্তি পরোপকারে নিয়োজিত করিবে। **ধিয়া**—বুদ্ধি দ্বারা। কিরূপে পরের উপকার করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ক চিন্তায় নিজের বুদ্ধিকে নিয়োজিত করিবে। **বাচা**—বাক্য দ্বারা। মুখে উপদেশাদি দ্বারাও পরোপকার করিবে। প্রাণ, ধন, বুদ্ধি ও বাক্য—এই চারিটী দ্বারাই পরোপকার করা কর্ত্তব্য; যাঁহারা প্রাণাদি বস্তুচারিটীর সকলটীকেই পরোপকারে নিয়োজিত করিতে পারেন, তাঁহারাই ধন্য; যাঁহারা তাহা করিতে অসমর্থ, তাঁহারা প্রাণ দিয়া না পারিলে ধন, বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা—তদ্দ্বারা না পারিলে বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা এবং তদ্দ্বারাও না পারিলে কেবল বাক্য দ্বারাও পরোপকার করিবেন। এইরূপ করিলেই জীবের জন্ম সার্থক হইতে পারে।

বৃক্ষসমূহ পত্র, পুষ্প, ফল, ছায়া, মূল, বল্কল, কাষ্ঠ, গন্ধ, নির্য্যাস, ভস্মাদিদ্বারাও প্রাণীদিগের উপকার করিয়া থাকে; তাহা লক্ষ্য করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ তদীয় সখা ব্রজবালকগণের নিকটে উল্লিখিত শ্লোকোক্ত কথাগুলি—জীবসমূহকে পরোপকার-ব্রতে উন্মুখ করার নিমিত্ত—বলিয়াছেন। বৃক্ষসমূহ নিজেরা রৌদ্র-বৃষ্টি সহ্য করিয়াও প্রাণীদিগকে ছায়া দান করে; নিজেরা আহার না করিয়াও নিজেদের ফলাদি দ্বারা অপরের ক্ষুধার যন্ত্রণা দূর করে; নিজেদের দেহস্বরূপ কাষ্ঠদ্বারাও মানুষের রন্ধনের বা শীত-নিবারণের নিমিত্ত অগ্নির ইন্ধন এবং গৃহ-নির্ম্মাণের উপকরণাদি যোগায়। এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া সকলেই অপর সকলের প্রকৃত অভাব দূর করার নিমিত্ত—তাহাদের দুঃখদৈন্য দূর করার নিমিত্ত—ক্ষুধাতুরকে অন্ন, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র, রোগীকে ঔষধ-পথ্যাদি, বিপন্নকে যথোচিত সাহায্যাদি দান করিবার উদ্দেশ্যে সকলেই যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে—ইহাই এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ। যে ব্যক্তি ইহা করিতে পারেন, তাঁহারই জন্ম সার্থক; আর যিনি তাহা পারিবেন না, তাঁহার জন্ম বৃথা।

বিষ্ণুপুরাণে (৩।১২।৪৫)—

প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্র চ। কর্ম্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভজেৎ॥ ৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ইহলোকে পরত্র পরলোকে চ প্রাণিনাং উপকারায় যদ্‌ভবেৎ মতিমান্ জনঃ তদেব ভজেৎ অবশ্যং কুর্য্যাৎ। কেন প্রকারেণ? কর্ম্মণা কায়ক্লেশশ্রমেণ মনসা বুদ্ধীন্দ্রিয়েণ বাচা উপদেশাদিনা চেতি। ৪।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৪। অন্বয়। ইহ (ইহকালে) পরত্র চ (এবং পরকালে) প্রাণিনাং (প্রাণীদিগের) উপকারায় (উপকারের নিমিত্তভূত) যৎ (যাহা) [ভবেৎ] (হয়), মতিমান্ (বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি) কর্ম্মণা (কর্ম্মদ্বারা) মনসা (মন দ্বারা) বাচা (বাক্য দ্বারা) তদেব (তাহাই) ভজেৎ (করিবে)।

অনুবাদ। যাহা ইহকালে এবং পরকালে প্রাণীদিগের উপকারের নিমিত্তভূত হয়, কর্ম্ম, মন এবং বাক্য দ্বারা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহাই করিবে। ৪।

ইহ—ইহকালে, এই সংসারে অবস্থান-কালে। **পরত্রচ**—এবং পরকালে, মৃত্যুর পরে। "ইহ পরত্রচ" বাক্যে স্পষ্টই বলা হইতেছে যে, যাহাতে প্রাণীদিগের ইহকালের উপকার হইতে পারে, তাহা করিবে এবং যাহাতে পরকালের উপকার হইতে পারে তাহাও করিবে। নিরন্নকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, বিপন্নকে বিপদ হইতে উদ্ধারের চেষ্টা প্রভৃতিই জীবের ইহকালের উপকার। উদ্ধৃত শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্লোকে, পত্র-পুষ্প-ফলাদি দ্বারা বৃক্ষগণ যে পরোপকার করিয়া থাকে, শ্রীকৃষ্ণ তাহারই প্রশংসা করিয়াছেন; পত্র-পুষ্পাদি দ্বারা যে পরোপকার, তাহা মুখ্যতঃ ইহকালেরই উপকার; শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে তাহাও প্রশংসনীয়; বিষ্ণুপুরাণের শ্লোকে "ইহ"—শব্দে তাহা পরিস্ফুট ভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন। আর, নামকীর্ত্তনাদি, ভগবৎ-কথার আলোচনাদি এবং ভজনোপদেশাদি দ্বারা যে পরোপকার করা হয়, তাহা পরকাল সম্বন্ধীয়—ইহার ফলে পরকালে সংসার-মুক্তি হইতে পারে। ইহাও প্রশংসনীয় ও কর্ত্তব্য। ইহকালের উপকার অপেক্ষা পরকালের উপকার অধিকতর শ্লাঘ্য হইলেও ইহকালের উপকারও উপেক্ষণীয় নহে, তাহাও কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ, স্থলবিশেষে অন্ন-বস্ত্রাদির সংস্থান কিম্বা বিপদ হইতে উদ্ধার করা রূপ ইহকালের উপকার ব্যতীত পরকালের উপকারের সুযোগই হয় না—অনাহারে বা দুঃখদৈন্যে যদি লোক মরিয়াই যায়, তবে তাহাকে ভজনোপদেশ দিবে কখন? অবশ্য, অন্নবস্ত্রাদি দ্বারা উপকারকালে পাত্রাপাত্র বিচার করা কর্ত্তব্য; যে ব্যক্তি উপার্জ্জনক্ষম, সে যদি আয়াস-প্রিয়তাবশতঃ ভিক্ষাবৃত্তিদ্বারাই জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে চায়, তাহাকে নিত্য ভিক্ষা দিলে তাহার উপকার না করিয়া অপকারই করা হইবে—কারণ, তাহাতে অলসতারই প্রশ্রয় দেওয়া হইবে; ইহা তাহার পক্ষে অমঙ্গলজনক তো হয়ই, পরন্তু সমাজের পক্ষে এবং দেশের পক্ষেও অমঙ্গলজনক।

কর্ম্মণা—শারীরিক পরিশ্রমমূলক কার্য্য দ্বারা। **মনসা**—মনের দ্বারা; মনেও পরের উপকার চিন্তা করিবে এবং নিজের বুদ্ধিকেও পরের উপকারে নিয়োজিত করিবে। **বাচা**—বাক্যদ্বারা; উপদেশাদি দ্বারা। সাধারণতঃ একটা কথা শুনা যায় যে,—"সত্য কথা বলিবে, প্রিয় বাক্য বলিবে, কিন্তু অপ্রিয় হইলে সত্য কথাও বলিবেনা। সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।" কিন্তু পরের উপকারের নিমিত্ত বাস্তবিকই যাঁহার প্রাণ কাঁদে, তিনি সর্ব্বদা এই নীতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইতে পারেন না; পরের উপকারের নিমিত্ত অপ্রিয় হইলেও সত্য কথা তাহাকে বলিতে হয় এবং তাহা বলাই কর্ত্তব্য। বিষ্ণুপুরাণও একথাই বলেন। "শ্রেয়স্তত্র হিতং বাক্যং যদ্যপ্যত্যন্তম-প্রিয়ম্।—অত্যন্ত অপ্রিয় হইলেও হিতবাক্য বলাই শ্রেয়ঃ। বিষ্ণুপুরাণ। ৩।১২।৪৪॥"

সর্ব্বতোভাবে পরের উপকার করাই যে জীবের কর্ত্তব্য, তাহা এই শ্লোকেও বলা হইল। পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৯ পয়ারের প্রমাণরূপে এই দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

মালী মনুষ্য—আমার নাহি রাজ্য-ধন।
ফল-ফুল দিয়া করি পুণ্য উপার্জ্জন ॥ ৪০

মালী হৈয়া বৃক্ষ হইলাঙ এই ত ইচ্ছাতে—।
সর্ব্বপ্রাণীর উপকার হয় বৃক্ষ হৈতে ॥ ৪১

তথাহি (ভাঃ—১০।২২।৩৩)

অহো এষাং বরং জন্ম সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবিনাম্।
সুজনস্যেব যেষাং বৈ বিমুখা যান্তি নার্থিনঃ ॥ ৫

এই আজ্ঞা কৈল যবে চৈতন্য মালাকার।
পরম আনন্দ পাইল বৃক্ষপরিবার ॥ ৪২

যেই যাহাঁ তাহাঁ দান করে প্রেমফল।
ফলাস্বাদে মত্ত লোক হইল সকল ॥ ৪৩

মহামাদক প্রেম-ফল পেট ভরি খায়।
মাতিল সকল লোক—হাসে নাচে গায় ॥ ৪৪

কেহো গড়াগড়ি যায়, কেহ ত হুঙ্কার।
দেখি আনন্দিত হঞা হাসে মালাকার ॥ ৪৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ন চ কেবলং বাতাদিদুঃখাৎ রক্ষন্তি সর্ব্বার্থঞ্চ সম্পাদয়ন্তীত্যাহ অহো ইতি দ্বাভ্যাম্। অহো ইতি বিস্ময়ে হর্ষে বা। বরং সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠং কুতঃ সর্ব্বেষাং প্রাণিনামুপজীবনং জীবিকাহেতুঃ। জীবানামিতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ। হেতুর্ণিজন্তাৎ ণিনিঃ। তদেবাহ যেষাং যেভ্যো বিমুখা ন যান্তি জনাঃ। বৈ প্রসিদ্ধৌ। শ্রীসনাতন-গোস্বামী। ৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৪০-৪১। এই দুই পয়ারও মহাপ্রভুর উক্তি। বৃক্ষ হইতে সমস্ত প্রাণীরই উপকার হয় বলিয়াই তিনি মালী হইয়াও বৃক্ষ হইয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে—কেবল যে মনুষ্যদিগকেই প্রেমবিতরণ করিতে হইবে, তাহা নহে; পরন্তু সমস্ত প্রাণীকেই—পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি সকলকেই—প্রেম দিতে হইবে—ইহাই তাঁহার পার্ষদাদির প্রতি প্রভুর আদেশ।

বৃক্ষ যে সকল প্রাণীরই উপকার করে, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে শ্রীমদ্ ভাগবতের একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৫। **অন্বয়।** অহো (অহো)! সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবিনাং (সর্ব্বপ্রাণীর উপজীব্য স্বরূপ) এষাং (এ সমস্ত) [বৃক্ষাণাং] (বৃক্ষ সমূহের) জন্ম (জন্ম) বরং (শ্রেষ্ঠ)—সুজনস্য (সুজনের—দয়ালু ব্যক্তির) ইব (ন্যায়) যেষাং (যাহাদের—যাহাদের নিকট হইতে) অর্থিনঃ (প্রার্থী ব্যক্তিগণ) বিমুখাঃ (বিমুখ—বিমুখ হইয়া) ন যান্তি (যায় না)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবালকগণকে বলিলেন—"অহো! সমস্ত প্রাণীর উপজীবিকা স্বরূপ এসমস্ত বৃক্ষের জন্ম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; যেহেতু, সুজনের নিকট হইতে যাচকগণ যেমন বিমুখ হইয়া ফিরিয়া যায় না, তদ্রূপ ইহাদের নিকট হইতেও যাচকগণ বিমুখ হইয়া যায় না।৫।"

মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি সকল প্রাণীই বৃক্ষের নিকট হইতে উপকার পায়; বৃক্ষের ফল, মূল, পত্র, পুষ্পাদি অনেক প্রাণীরই আহার; সকল প্রাণীই বৃক্ষের ছায়ায় শ্রম অপনোদন করে; ইত্যাদি ভাবে বৃক্ষ সকল প্রাণীরই উপকার সাধন করে। এজন্যই বলা হইয়াছে—বৃক্ষের জন্ম অন্য সকলের জন্ম হইতে শ্রেষ্ঠ—অন্য কোনও প্রাণী দ্বারাই বৃক্ষের ন্যায় সকল প্রাণীর উপকার সাধিত হয় না বলিয়া।

৪২। **এই আজ্ঞা**—৩২-৪১ পয়ারে কথিত আদেশ। নির্ব্বিচারে সকলকে প্রেমদানের আদেশ। **বৃক্ষ-পরিবার**—বৃক্ষের শাখা-প্রশাখাদি; শ্রীমন্নিত্যানন্দাদি।

৪৩-৪৫। শ্রীচৈতন্যের আদেশে সকলেই যাকে-তাকে নির্ব্বিচারে প্রেমদান করিলেন; তাঁহাদের কৃপায় সমস্ত লোকই কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্ত হইলেন; তাঁহাদের দেহে প্রেমের বাহ্যবিকারও দৃষ্ট হইতে লাগিল; প্রেমে মত্ত হইয়া তাঁহারা কখনও হাসেন, কখনও নাচেন, কখনও গান করেন—কখনও বা মাটীতে গড়াগড়ি যায়েন, আবার কখনও বা হুঙ্কার করিয়া উঠেন। ইহা লক্ষ্য করিয়া প্রেমময়-মূর্ত্তি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আনন্দের আর সীমা রহিল না।

এই মালাকার খায় এই প্রেমফল।
নিরবধি মত্ত রহে বিবশ বিহ্বল ॥ ৪৬
সর্ব্বলোক মত্ত কৈল আপন-সমান।
প্রেমে মত্ত লোক বিনা নাহি দেখি আন ॥ ৪৭
যে যে পূর্ব্বে নিন্দা কৈল বলি 'মাতোয়াল'।
সেহো ফল খায়,—নাচে বোলে 'ভাল ভাল' ॥৪৮
এই ত কহিল প্রেমফল বিবরণ।
এবে শুন ফলদাতা যে-যে শাখাগণ ॥ ৪৯
শ্রীরূপ-রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৫০

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে ভক্তি-কল্পবৃক্ষবর্ণনং নাম নবম-পরিচ্ছেদঃ ॥ ৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৪৬। যে প্রেমে তিনি বিশ্ববাসী সকলকে মত্ত করিলেন, সেই প্রেমে প্রভু নিজেও মত্ত হইলেন।

৪৭। **প্রেমে মত্ত** ইত্যাদি—যেদিকে চক্ষু ফিরান, সেদিকেই দেখেন, সমস্ত লোক প্রেমে মত্ত হইয়াছে। এমন কাহাকেও কখনও দেখা যায় নাই—যে নাকি কৃষ্ণ-প্রেমে মত্ত হয় নাই।

৪৮। যাহারা পূর্ব্বে মহাপ্রভুকে মাতোয়াল বলিয়া নিন্দা করিত, এক্ষণে তাহারাও কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্ত হইয়া সেই প্রেমের প্রভাবে মাতালের ন্যায় নাচিতে গাহিতে লাগিল। অপরাধ খণ্ডাইয়া প্রভু নিন্দকদিগকেও প্রেমদান করিয়াছেন; পরম-দয়াল-অবতারে কাহাকেও বঞ্চিত করেন নাই।